কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

স্মারক নং-১২.০০.০০০০.০৯৭.০১.০০১.২০১৩-৩৭১ তারিখ ঃ ২২-০৫-২০১৬ খ্রিঃ

বিষয় ঃ প্রস্তাবিত বীজ আইন, ২০১৬ এর খসড়ার উপর মতামত/পরামর্শ প্রদান।

সূত্র ঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৯ সেপ্টেম্বও, ২০১৫ তারিখের ৭৪৪ নং পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত বীজ আইন, ২০১৬ এর খসড়ার উপর মতামত/পরামর্শ থাকলে তা আগামী ০৭-০৬-১৬ তারিখের মধ্যে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

(মোঃ আজিম উদ্দিন)
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
ফোন/ফ্যাক্স ঃ ৯৫৪০২৩৮
E-mail : azimseed@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি/নিরীক্ষা/প্রশাসন ও উপকরণ/সম্প্রসারণ অনুবিভাগ/গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।
৩। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৪। যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৬। সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন (বিএসএ), ১৪৫ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা।
৭। সভাপতি, বাংলাদেশ সীড ইন্ডাষ্ট্রি এসোসিয়েশন, সুরা হাউজ, গরীবে নেওয়াজ এভিনিউ, বাড়ি-১০, উত্তরা, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি ঃ

১। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। মহাপরিচালক, বীজ উইং মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি/মাষ্টার ফাইল।

E:\All letter.doc

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা .... ২০১৬/............... ১৪২২

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ...., ২০১৬.................. তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদদ্বারা এই আইন সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :

বীজ আইন, ২০১৬

কতিপয় বীজের বিক্রয় ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ে উহাদের মান নিয়ন্ত্রণের বিধানের জন্য
প্রণীত
একটি আইন।

যেহেতু নির্দিষ্ট কতিপয় বীজের বিক্রয় এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ে উহাদের মান নিয়ন্ত্রণের বিধান করা সমীচীন;

সেহেতু, এক্ষণে, নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল :

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**–

(১) এই আইন বীজ আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞাসমূহ।**– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,–

(ক) "কৃষি" অর্থ খাদ্য, চিনি, ডাল, তৈল বীজ ও আঁশ জাতীয় ফসল উৎপাদন। উদ্যান ফসল, বনজি, ঔষধি ও সুগন্ধি উদ্ভিদের চাষও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৩ -এর উপধারা (২) -এর অধীনে গঠিত জাতীয় বীজ বোর্ড;

(গ) "প্রত্যয়ন এজেন্সি" অর্থ ধারা ৯ -এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি;

(ঘ) "ধারক" (Container) অর্থ থলে, পিপা, বোতল, বাক্স, খাঁচা, প্যাকেট, বস্তা, টিন, পাত্র, আধার, মোড়ক ও অন্য কোনো বস্তু যাহার মধ্যে কোনো দ্রব্য বা কোনো কিছু রাখা বা আঁটা যায়;

(ঙ) "রপ্তানি" অর্থ বাংলাদেশ হইতে কোনো দ্রব্য বাংলাদেশের বাহিরে কোনো স্থানে লইয়া যাওয়া;

(চ) "আমদানি" অর্থ বাংলাদেশের বাহিরের কোনো স্থান হইতে কোনো দ্রব্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আনয়ন;

(মোঃ আজিম উদ্দিন)

(ছ) “শ্রেণি” অর্থ এক বা একাধিক সংশ্লিষ্ট প্রজাতি বা উপ-প্রজাতি বা ফসলের গাছ যাহা প্রত্যেকটি একক বা সমষ্টিগতভাবে একটি সাধারণ নামে পরিচিত, যেমন ধান, গম, আলু ও ভুট্টা;

(জ) “নোটিফাইড ফসল বা জাত” (Notified Crop or Variety) অর্থ ধারা ৫-এর অধীনে বর্ণিত ফসলের শ্রেণি বা জাত;

(ঝ) নন-নোটিফাইড ফসল (Non-Notified Crop or Variety) অর্থ ধারা ৫-এর অধীনে বর্ণিত নয় এমন ফসলের শ্রেণি বা জাত;

(ঞ) “নির্ধারিত” অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণিত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত;

(ট) “বীজ” (Seed) অর্থ ঔষধ এবং মাদকদ্রব্যে ব্যবহার ব্যতীত, পুনরুৎপাদন এবং চারা তৈরীতে সক্ষম যে কোনো ধরণের জীবিত ভ্রণ বা বংশ বিস্তারের মাধ্যমে (প্রপাগিউল)। চারা, সব ধরণের কন্দ, মূল ও কান্ডের কাটিংসহ সকল ধরণের কলম এবং অন্যবিধ বপন বা রোপণ উপকরণ সামগ্রিও ইহার অন্তর্ভূক্ত যেমন-

(অ) খাদ্য শস্য, ডাল ও তৈলবীজ, ফলমূল এবং শাক-সবজির বীজ;
(আ) আঁশ জাতীয় ফসলের বীজ;
(ই) পুষ্পদায়ক ও শোভাবর্ধক উদ্ভিদের বীজ;
(ঈ) পত্রযুক্ত (বিচালি) পশুখাদ্যের বীজ; ইহা ছাড়া চারা, কন্দাল, বাল্ব, রাইজোম, রুট কাটিংসহ সকল ধরনের কলম এবং উদ্ভিদের ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে ছড়ানো জিনিসও ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(ঠ) “বীজ বিশ্লেষক” (Seed Analyst) অর্থ ধারা ১৪-এর অধীনে নিয়োগকৃত বীজ বিশ্লেষক;

(ড) “বীজ ডিলার” (Seed Dealer) অর্থ কৃষিকাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোনো ফসল বা জাতের বীজ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিক্রয়, সংরক্ষণ, আমদানি, রপ্তানি, বিনিময় বা অন্যভাবে সরবরাহের কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি বা সংস্থা;

তবে, যে কৃষক আংশিকভাবে তার নিজের ব্যবহারের জন্য এবং তার নিজের দ্বারা বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে অল্প পরিমাণ বীজ আংশিকভাবে স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন করেন বা মজুদ করিয়া রাখেন তিনি বীজ ডিলার হিসাবে গণ্য হবেন না।

(ঢ) “বীজ পরিদর্শক” (Seed Inspector) অর্থ ধারা ১৫-এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত বীজ পরিদর্শক;

(ণ) “বীজ পরীক্ষাগার” (Seed Testing Laboratory) অর্থ ধারা ৪ -এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত অথবা ক্ষেত্রভেদে, ঘোষিত সরকারি বীজ পরীক্ষাগার; এবং

(ত) ”জাত” (Variety) অর্থ অণুজীব ব্যতীত, উদ্ভিদতাত্ত্বিক শ্রেণীবিন্যাসের জ্ঞাত সর্বনিম্ন স্তর তথা প্রজাতি বা উপ-প্রজাতির অন্তর্ভূক্ত এমন উদ্ভিদ-দল, যাহা-

(অ) কোন নির্দিষ্ট কৌলিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বা জেনোটাইপের কারণে বৃদ্ধি, ফলন, গাছ, ফল, বীজ বা অন্যান্য চরিত্রগত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দ্বারা সংগায়িত;
(আ) কমপক্ষে একটি কৌলিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যেও প্রকাশ দ্বারা অন্য সকল উদ্ভিদ-দল থেকে পৃথক;

(ই) বংশবিস্তারের উপযুক্ততার বিষয়ে একটি একক হিসাবে গণ্য; যাহা পৌন:পৌনিক প্রজন্মধারায় অপরিবর্তিত থাকে। এইরূপ কোনো জাতের, বিদ্যমান জাতের, এবং জেনেটিক্যালি মডিফাইড বা ট্রান্সজেনিক জাতের বংশবিস্তারক দ্রব্যাদিও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

নোট ঃ

(১) "উদ্ভূত জাত" (Essentially Derived Variety-EDV), কোনো জাতের বা প্রাথমিক জাতের সম্পর্কিত, অর্থ বীজের কোনো জাত যাহা এইরূপ প্রাথমিক জাত হইতে উদ্ভূত, যখন ইহা-

(ক) প্রাধান্যত এইরূপ প্রাথমিক জাত হইতে বা প্রাথমিক জাত হইতে উৎপত্তিকৃত জাত হইতে উদ্ভূত, যাহা প্রাথমিক জাতের জেনোটাইপ বা জেনোটাইপের সংযুক্তির ফলে প্রদর্শিত প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ বজায় রাখে;

(খ) এইরূপ প্রাথমিক জাত হইতে স্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র ;

(গ) প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রাথমিক জাতের সহিত সামঞ্জস্যপূণ;

(২) "বিদ্যমান জাত" (Extant Variety-EV) অর্থ বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন জাত, যাহা-

(ক) নোটিফাইড করা হইয়াছিল এবং এই আইন বলবৎ হওয়ার তারিখে সেইরূপেই বিদ্যমান আছে।

(খ) এমন জাত যাহার সম্পর্কে প্রায় সবারই জানা আছে ।

(গ) অন্য কোনো জাত যাহা সাধারণের চিন্তা, কর্ম, জ্ঞান ইত্যাদির আওতার মধ্যে আছে।

(৩) "জেনেটিক্যালি মডিফাইড বা ট্রান্সজেনিক জাত" (Genetically Modified/ Transgenic Variety) অর্থ এমন বীজ বা রোপণসামগ্রী যাহা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে জেনেটিক গঠন পরিবর্তন করিয়া সংশ্লেষণ বা উদ্ভাবন করা হইয়াছে।

(থ) "কৃষক" (Farmer)অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি নিজে চাষ করিয়া অথবা অন্যের দ্বারা চাষ করাইয়া ফসল উৎপাদন করেন। তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ এবং বিক্রয়ের কাজে জড়িত কোনো ব্যক্তি, কোম্পানি, ব্যবসায়ী বা ডিলার ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে না;

(দ) "উদ্যান নার্সারী" অর্থ এমন স্থান যেখানে নিয়মিত ব্যবসার উদ্দেশ্যে উদ্যান ফসলের মাতৃ উদ্ভিদ জন্মানো হয়, বীজ ও চারা উৎপাদন করিয়া রোপণের জন্য বিক্রয় করা হয়;

(ধ) "ফসল"(Kind) অর্থ এক বা একাধিক নিকট সম্পর্কিত প্রজাতি বা উপ-প্রজাতি বা শস্যের গাছ যেগুলি প্রত্যেকটি আলাদাভাবে বা সমষ্টিগতভাবে একটি সাধারণ নাম দ্বারা পরিচিত, যেমন- ধান, গম এবং আলু ইত্যাদি;

(ন) "মিসব্র্যান্ডেড" (Misbranded)- কোনো বীজ "মিসব্র্যান্ডেড" বলিয়া গণ্য হইবে যদি

১) উহার নাম, অন্য কোনো জাত যে নামে বিক্রয় হয় সেই নামের প্রতিকল্পরূপে বা সেই নামের সাথে এমনভাবে সদৃশ করা হয় যাহার দ্বারা কেহ প্রতারিত হইতে পারে;

২) উহাকে কোনো স্থানের বা দেশের উৎপাদিত হিসাবে মিথ্যা বলা হয়;

৩) উহাকে এমন নামে বিক্রয় করা হয় যাহা অন্য কোনো ফসল বা জাতের নাম;

(মোঃ আজিম উদ্দিন)

৪) মোড়কের উপরে লিপিবদ্ধ করিয়া বা অন্য কোনোভাবে ইহার জন্য মিথ্যা কোনো কিছু দাবী করা হয় অথবা বীজটি উহার প্রকৃত গুণাবলী উল্লেখসহ স্পষ্টভাবে মোড়ককৃত না হয়;

৫) বীজ এমন প্যাকেটে বিক্রয় করা হয় যাহা বীজ ডিলার কর্তৃক সীল করা বা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং সেখানে তাহার নাম ও ঠিকানা উল্লেখ আছে, কিন্তু তথ্যাদি প্রতিটি প্যাকেটের বাইরে সহজে দর্শনযোগ্য ও এই আইনের আওতায় অনুমোদিত পরিবর্তিত সীমার মধ্যে থাকিয়া সঠিকভাবে উল্লেখ নাই।

৬) বীজাধারে বা বীজাধারের উপরিস্থ লেবেলে ধারণকৃত বীজের মান, ফসল বা জাত সম্পর্কে এমন কোনো বর্ণনা, নকশা বা কৌশল থাকে যা মিথ্য বা বিভ্রান্তিকর হয়, বা প্যাকেটটি তার অভ্যন্তরস্থ বস্তু সম্পর্কে অন্য কোনো ভাবে প্রতারণা করা হয়;

৭) ইহা এই আইনের অধীনে এবং আবশ্যকীয় পদ্ধতিতে নিবন্ধিত না হয়;

৮) উপরিস্থ লেবেলে নিবন্ধন নম্বর না থাকিয়া নিবন্ধন সংক্রান্ত অন্য কোনো বরাতসূত্র উল্লেখ থাকে;

৯) মানুষ, পশু বা গাছের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থে বা পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি পরিহার করণার্থে আবশ্যকীয় এবং যথোচিত সতর্কবাণী লেবেলে উল্লেখ না থাকে;

১০) ঐ বীজের বীজাধার বা বীজাধারের উপরিস্থ লেবেলে ঐ ফসল বা জাতের ডিলার হিসাবে কোনো অবাস্তব বা কাল্পনিক ব্যক্তি বা কোম্পানির নাম থাকে;

১১) ইহা এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণিত বিধিমালা মোতাবেক লেবেলকৃত না হয়;

১২) বীজের উৎস (আমদানি বা উৎপাদিত) বীজাধারে বা বীজাধারের উপরিস্থ লেবেলে সঠিকভাবে উল্লেখ নাই;

(প) "ভবন ও আঙ্গিনা" (Premises) অর্থ যে কোনো জমি, ভবন, স্থাপনা, গুদাম, মালবাহী ধারক, যানবাহন, জাহাজ বা পরিবহন যাহা সম্পূর্ণরুপে বা আংশিকভাবে চারা সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, কণ্ডিশনিং, রোপণ বা জন্মানোর জন্য অথবা বীজ রাখা বা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়;

(ফ) ''নির্ধারিত''(Prescribed) অর্থ এই আইনের দ্বারা বা ইহার অধীন প্রণিত বিধি বা প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ব) "উৎপাদনকারী" (Producer) অর্থ কোনো ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন যে/যাহা বীজ উৎপাদন করে বা বীজ উৎপাদন প্রণালীবদ্ধ/সংগঠিত করে;

(ভ) "প্রবিধি"(Regulation) অর্থ এই আইনের অধীনে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক প্রণিত প্রবিধান;

(ম) "বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ"(Seed processing) অর্থ বীজ বা রোপণ সামগ্রী পরিষ্কারকরণ, শুকানো, খোসা ছাড়ানো, আঁশ ছাড়ানো, গ্রেডিং, শোধন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড যাহা বীজের বিশুদ্ধতা ও অংকুরোদগম ক্ষমতা পরিবর্তন করিতে পারে এবং ইহার ফলে বীজের মান নির্ধারণে পুনঃ পরীক্ষার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু প্যাকেজিং ও লেবেলিং এই কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(য) "ভেজাল বীজ" (Spurious seed) অর্থ এমন বীজ যাহা আসল নয় বা নির্ধারিত মানদণ্ডের হুবহু অনুরূপ নয় ;

(র) "কারিগরি কমিটি" (Technical Committee) অর্থ ধারা ৩ এর উপধারা (৮) এর অধীন গঠিত কারিগরি কমিটি ;

(স) "সীড প্রমোশন কমিটি"(Seed Promotion Committee) অর্থ ধারা ৬ এর উপধারা (৩) এর অধীন গঠিত "সীড প্রমোশন কমিটি ;

(মোঃ আজিম উদ্দিন)

৩। জাতীয় বীজ বোর্ড।

(১) এই আইন বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ হইতে উদ্ভূত বিষয়াদি সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং এই আইনের দ্বারা বা ইহার অধীন অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার জাতীয় বীজ বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করিবে।

(২) নিম্ন বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে এই বোর্ড গঠিত হইবে :

(ক) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, যিনি এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন;

(খ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), ঢাকা;

(গ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), ঢাকা;

(ঘ) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), ঢাকা;

(ঙ) অর্থ মন্ত্রণালয় (অর্থ বিভাগ) এর একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদ মর্যাদার নিম্নে নহেন);

(চ) সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), ঢাকা;

(ছ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই), গাজীপুর;

(জ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই), গাজীপুর;

(ঝ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ঢাকা;

(ঞ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ;

(ট) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসসিআরআই), ঈশ্বরদী, পাবনা;

(ঠ) নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সিডিবি), ঢাকা;

(ড) পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, (এসসিএ), গাজীপুর;

(ঢ) পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই), কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা;

(ণ) পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), ঢাকা;

(ত) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;

(থ) সরকার কর্তৃক নির্বাচিত গবেষক/বীজ বিশেষজ্ঞ/ সীড পলিসি এবং রেগুলেটরি বিশেষজ্ঞ;

(দ) বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলজি এর প্রতিনিধি;

(ধ) বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতি-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;

(ন) বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি;

(প) বাংলাদেশ সীড ইন্ডাস্ট্রি/সীড কোম্পানি এর প্রতিনিধি;

(ফ) সরকার কর্তৃক নির্বাচিত ২ (দুই) জন কৃষক প্রতিনিধি; এবং

(ব) মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, যিনি সদস্য সচিব হইবেন;

(৩) বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বোর্ডের সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবে এবং সঠিকভাবে ইহার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক বীজ প্রযুক্তিবিদ, কর্মকর্তা ও অন্যান্য সহায়ক কর্মচারীর সংস্থান/পদায়ন করিবেন।

(৪) সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা বোর্ডের সদস্যগণের নাম ও পদবী প্রকাশ করিবে এবং ইহাতেই বোর্ড গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) সরকার যে কোনো সময় কোনোরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বোর্ডের যে কোনো সদস্যের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবে। বোর্ডের অন্তর্গত সরকারি/বেসরকারি প্রতিনিধি, ব্যাক্তি, সমিতির প্রতিনিধি, কৃষক প্রতিনিধির কার্যকাল ৩ (তিন) বৎসর হইবে;

(৬) বোর্ডের কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করিলে, পদত্যাগ করিলে অথবা অন্য কোনোভাবে তাহার সদস্য পদের অবসান হইলে, নূতন নিয়োগের মাধ্যমে এই শূন্যপদ পূরণ করা হইবে।

(৭) কোনো ব্যক্তি বোর্ডের সদস্য হইবেন না বা সদস্য থাকিতে পারিবেন না, যদি তিনি–

(ক) এমন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন অথবা কোনো সময় হইয়া থাকেন, যাহা সরকারের মতে নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ; অথবা

(খ) অপ্রকৃতিস্থ হন এবং উপযুক্ত আদালত কর্তৃক তদ্রূপ সাব্যস্ত হন; অথবা

(গ) দেউলিয়া বলিয়া বা কোনো সময় দেউলিয়া ছিলেন বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া থাকেন; অথবা

(ঘ) বোর্ডের সভাপতির অনুমতি ব্যতিরেকে পর্যায়ক্রমে বোর্ডের তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

(৮) বোর্ড যেমন উপযুক্ত মনে করিবে সেই অনুযায়ী কেবল বোর্ডের সদস্য সমন্বয়ে, অথবা কেবল অন্যান্য ব্যক্তি সমন্বয়ে, অথবা আংশিকভাবে বোর্ডের সদস্য এবং আংশিকভাবে অন্য ব্যক্তি সমন্বয়ে, এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে, যাহা বোর্ড কর্তৃক অর্পিত কার্যাবলি পালন করিবে।

(৯) সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বোর্ড উহার নিজস্ব কর্মপন্থা এবং উপধারা (১০) -এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো কমিটির কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং নিজের বা এইরূপ কোনো কমিটির কার্যাবলি পরিচালনার জন্য উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(১০) কেবল সদস্য পদের শূন্যতা অথবা বোর্ডের গঠনের কোনোরূপ ত্রুটির কারণে বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

৪। **সরকারি বীজ পরীক্ষণাগার।**– সরকার সরকারি বীজ পরীক্ষাগার নামে বীজ পরীক্ষণাগার স্থাপন করিতে পারিবে অথবা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোনো বীজ পরীক্ষণাগারকে সরকারি বীজ পরীক্ষণাগার বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে।

(মোঃ আজিম উদ্দিন)

৫। **বীজের শ্রেণি বা বীজের জাত নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা**।– (১) কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার্য এবং বিক্রিতব্য যে কোনো শ্রেণির বা জাতের বীজের গুণগত মান সরকার নিয়ন্ত্রণ করিবে। বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার যদি মনে করে যে, কোনো এক শ্রেণির বা জাতের বীজ বিক্রয়, বিতরণ, বিনিময় অথবা অন্যভাবে সরবরাহ এবং যে কোনো শ্রেণির বা জাতের বীজের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন বা সমীচীন, সেইক্ষেত্রে সরকার গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঐ শ্রেণি বা জাতকে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ঘোষিত শ্রেণি বা জাত বলিয়া নির্ধারণ করিতে পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি বা জাত ঘোষিত হইতে পারে।

২) সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত নোটিফাইড ফসলের নূতন জাত ছাড়করণের পূর্বে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ও নিবন্ধিত হইতে হইবে।

৩) সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বা স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত নন নোটিফাইড ফসলের জাতসমূহ নির্ধারিত বিষয়ের বর্ণনাসহ জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

৫) কোনো শ্রেণি বা জাতের বীজ কোনো না কোনোভাবে কৃষির জন্য ক্ষতিকর বা সম্ভাব্য ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হইলে বিক্রয়, বিতরণ, বিনিময়, বা অন্য যে কোনো উপায়ে উহার সরবরাহ, আমদানি এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবে এবং কৃষির স্বার্থে অন্য যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬) নোটিফাইড ফসলের নূতন জাত অবমুক্তির প্রস্তাব জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটি পরীক্ষা করিয়া সুপারিশসহ বোর্ডে প্রেরণ করিবে।

৭) সরকারি এজেন্সি কর্তৃক উদ্ভাবিত নন নোটিফাইড কোনো ফসলের নূতন জাত অবমুক্তির প্রস্তাব উপধারা ৬ -এর অধীনে গঠিত কারিগরি কমিটি দ্বারা পরীক্ষিত হইবে।

৬। **বীজের প্রয়োজনীয় গুণগতমান নির্ধারণের ক্ষমতা**।– বোর্ডের সহিত পরামর্শের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে:

(ক) যে কোনো শ্রেণির ফসল বা জাতের বীজের অঙ্কুরোদগম হার, বিশুদ্ধতার হার, বীজের আর্দ্রতা এবং এইরূপ অন্যান্য উপাদানের প্রয়োজনীয় মান নির্ধারণ; এবং

(খ) বীজ মান নিশ্চয়তা নির্দেশক মার্ক বা লেবেল যাহা দফা (ক) -তে উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং ঐ মার্ক বা লেবেলে কি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে তাহার বিবরণ।

৭ **নোটিফাইড ফসলের বীজের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ**।– কোনো বীজ ডিলার নিজে বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নোটিফাইড ফসলের বীজ বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ, বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করা, বিনিময়, আমদানি, রপ্তানি বা অন্য কোনোভাবে সরবরাহের ব্যবসা করিতে পারিবে না, যদি না–

(ক) এই ফসল বা জাত বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত হয়;

(খ) বীজ ডিলার বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত হয়;

(গ) এই বীজ উহার ফসল বা জাত হিসাবে সনাক্তযোগ্য হয়;

(ঘ) নির্দিষ্টকৃত গুণাবলীর মানদন্ডের সহিত এই বীজ সঙ্গতিপূর্ণ হয়;

(ঙ) বীজের ধারক সীলযুক্ত হয় এবং ইহাতে ধারা ৬ এর অধীনে দফা (ক) এবং (খ) এ নির্দিষ্টকৃত সঠিক তথ্যাদি সম্বলিত চিহ্ন বা লেবেল সংযুক্ত থাকে; এবং

(চ) বীজ ডিলার নির্ধারিত অন্যান্য শর্তাবলী মানিয়া চলে।

(মোঃ আজিমুদ্দিন)

৮। **বীজের লেবেলিং।**- বীজের মোড়কে বীজের লেবেলিং আইডেন্টিফিকেশন থাকিতে হইবে, যাহাতে বীজ ফসলের নাম, জাত, লট নং, ব্যাচ নং, বীজের ভৌত বিশুদ্ধতা, শারীরতত্ত্বীয়/কৌলিক বিশুদ্ধতা, ন্যূনতম অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার শতকরা হার, আর্দ্রতা, প্রকৃত বীজের ওজন বা সংখ্যা, বীজ পরীক্ষার তারিখ, বীজ প্যাকেজিং-এর তারিখ, বীজের আমদানীকারক, উৎপাদনকারী ও প্যাকেটকারী কোম্পানির নাম ও ঠিকানা উল্লেখ থাকিবে।

৯। **বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি।**– (১) এই আইনের দ্বারা বা অধীনে অর্পিত কার্যভার পরিচালনার জন্য সরকার, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি নামে একটি প্রত্যয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কার্যাবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতেছে-

(ক) বীজের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বীজ উৎপাদকদের পরামর্শ দেওয়া;

(খ) পরিদর্শন ও বীজ পরীক্ষার মাধ্যমে বাজার পরবর্তী বীজের মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করা;

(গ) বোর্ডের ব্যবহারের জন্য বীজের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা;

(ঘ) নোটিফাইড ফসলের প্রজনন বীজ, ভিত্তি বীজ ও প্রত্যায়িত বীজ প্রত্যয়ন করা;

(ঙ) সেবাকার্য হিসেবে বীজ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বীজ প্রত্যয়ন করা;

(চ) নোটিফাইড ফসলের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ প্রক্রিয়ায় সমন্বয় করা;

(ছ) নিম্নফলনশীল অথবা রোগ ও পোকামাকড়ে সংবেদনশীল হইবার কারণসমূহ শনাক্তকরণে বোর্ডকে সহায়তা প্রদান করা;

(জ) কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদান করা;

(ঝ) সঠিক লেবেলযুক্ত বিবিধ বীজের নমুনাসমূহ সমগ্র দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া যথাযথ পরীক্ষার মাধ্যমে উহাদের ঘোষিত মানের সঠিকতা যাচাই করা;

(ঞ) বীজ আইনের বিধানাবলি প্রয়োগ করা এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১০। **বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক সনদপত্র মঞ্জুরকরণ।**– (১) যে কোনো শ্রেণির বা জাতের বীজ বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ, বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করা এবং বিনিময় দ্বারা অথবা কোনোভাবে সরবরাহ করেন এমন কোনো ব্যক্তি প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক এইরূপ বীজ প্রত্যয়ন করিতে চাহিলে, তিনি এতদুদ্দেশ্যে সনদপত্র মঞ্জুরকরণের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

হর্টিকালচার নার্সারীর বীজ বা রোপণদ্রব্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক প্রত্যয়ন করিতে চাহিলে তিনি এতদুদ্দেশ্য সনদপত্র মঞ্জুরের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির নিকট আবেদন করিবেন।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত তথ্য প্রদান করিয়া এবং নির্ধারিত ফি সহযোগে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) সনদপত্রের মঞ্জুরির জন্য এইরূপ আবেদনপত্র পাওয়ার পর বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি উহার মতে যেমন উপযুক্ত হয় তেমন অনুসন্ধানের পর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, যে বীজের জন্য আবেদন করা হইয়াছে তাহার ন্যূনতম অঙ্কুরোদগম হার নিম্নসীমার উপরে এবং উহা ধারা ৬ -এর দফা (ক) -এ উল্লিখিত বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করে, তাহা হইলে নির্ধারিত ফরমে ও শর্তে সনদপত্র মঞ্জুর করিবে।

১১। **সনদপত্র প্রত্যাহার** ।- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি যদি উহার নিকট এতৎসম্পর্কে নিষ্পত্তির জন্য উত্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা অন্যভাবে সন্তুষ্ট হয় যে,

(ক) কোনো ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভুল, অসত্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে ধারা ১১-এর অধীনে তৎকর্তৃক মঞ্জুরকৃত সনদপত্র অর্জন করিয়াছেন, অথবা

(খ) সনদপত্রধারী, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে, যে সকল শর্ত সাপেক্ষে তাহাকে সনদপত্র প্রদান করা হইয়াছে তাহা পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন অথবা এই অধ্যাদেশের বা ইহার অধীনে প্রণিত বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন,

তাহা হইলে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, সনদপত্রধারীর উপরে এই অধ্যাদেশের অধীনে অন্য যে দণ্ড আরোপিত হইতে পারে তাহা ক্ষুণ্ন না করিয়া, তাহাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিবার পর, সনদপত্রটি প্রত্যাহার করিবে।

১২। **মামলা দায়ের**।- যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই আইনের বা এই আইনের অধীনে প্রণিত বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করেন তাহা হইলে বীজ পরিদর্শক নির্ধারিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

১৩। **আপিল** ।- (১) ধারা ১০ এবং ধারা ১১ -এর অধীনে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যে তারিখে তাহাকে সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছে, সেই তারিখ হইতে (৩০) ত্রিশ দিবসের মধ্যে, নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক, সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, আপিল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আপিলকারী কর্তৃক সময়মত আপিল দাখিল না করার পিছনে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য কারণ বিদ্যমান ছিল, তাহা হইলে আপিল কর্তৃপক্ষ ৩০ দিবসের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরও আপিল গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) -এর অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল গ্রহণের পর, আপিলকারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিবার পর, যত শীঘ্র সম্ভব আপিলের নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) এই ধারার অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত প্রত্যেকটি আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। **বীজ বিশ্লেষক** (Seed Analyst) ।- সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কৃষিতে ন্যূনতম স্নাতক শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যে সকল ব্যক্তিকে উপযুক্ত মনে করিবে, তাহাদেরকে বীজ বিশ্লেষক হিসাবে নিয়োগ দিতে পারিবে।

১৫। **বীজ পরিদর্শক** (Seed Inspector)।- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যে সকল ব্যক্তিকে উপযুক্ত মনে করিবে, তাহাদিগকে বীজ পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিয়া তাহাদের কর্মের অধিক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।

(২) প্রত্যেক বীজ পরিদর্শক পেনাল কোড ১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন (Act XLV of 1860) -এর ধারা ২১ -এ বর্ণিত অর্থে জনসেবক বলিয়া গণ্য হইবেন এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ হইবেন।

১৬। বীজ পরিদর্শকের ক্ষমতা ।– বীজ পরিদর্শক

(১) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে যে কোনো শ্রেণির বা জাতের বীজের নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন :

(ক) বীজ বিক্রয়কারী ব্যক্তি; বা

(খ) ক্রেতা বা প্রাপকের নিকট বীজ পৌছানো, সরবরাহ, বা সরবরাহের জন্য প্রস্তুতকরণের সাথে জড়িত ব্যক্তি; বা

(গ) সরবরাহ পাওয়ার পর বীজের ক্রেতা বা প্রাপক ব্যক্তি;

(ঘ) যে এলাকা হইতে বীজের নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই এলাকার জন্য নিদিষ্টকৃত বীজ পরীক্ষাগারে নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) -এর দফা (ক) -এর অধীনে যে কোনো শ্রেণির বা জাতের নমুনা সংগ্রহ করা হইলে যাহার নিকট হইতে উহা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তিনি চাহিবামাত্র, সাধারণত যে দরে জনসাধারণের নিকট উহা বিক্রয় করা হয়, সেই দরে হিসাব করিয়া তাহাকে মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) যে কোনো শ্রেণির বা জাতের বীজ থাকিতে পারে এমন ধারক অথবা যে গৃহে এই বীজ বিক্রয়ের জন্য থাকিতে পারে তাহা বলপূর্বক উন্মুক্ত করিবার ক্ষমতা এই ধারার অধীনে অর্পিত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যখন গৃহের মালিক অথবা উহার দখলদার ব্যক্তি উপস্থিত থাকা অবস্থায় দরজা খুলিতে বলিলে উহাতে অস্বীকৃতি জানান শুধু তখন বলপূর্বক দরজা খুলিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাইবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে বীজ পরিদর্শক উপধারা (১) -এর দফা (ক) -এর অধীনে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, সেইক্ষেত্রে এইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের সময় ন্যূনতম দুইজন ব্যক্তিকে উপস্থিত থাকিতে বলিবেন এবং নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত স্মারকপত্রে তাহাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

(৫) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) -এর ধারা ৯৮ -এর অধীনে জারীকৃত পরোয়ানা বলে যেভাবে তল্লাশি ও জব্দকরণ অনুষ্ঠিত হয়, যতদূর সম্ভব সেই একইভাবে এই ধারার অধীনে তল্লাশি ও জব্দকরণ অনুষ্ঠিত হইবে।

১৭। বীজ পরিদর্শক কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি ।–

(১) বীজ পরিদর্শক যে কোনো শ্রেণির বা জাতের বীজের নমুনা বিশ্লেষণের জন্য সংগ্রহ করিতে চাহিলে, তিনি–

(ক) যাহার নিকট হইতে নমুনা সংগ্রহ করিতে চাহেন, তাহাকে তথায় তৎক্ষণাৎ লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এইরূপ ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত করিবেন;

(খ) এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা দ্বারা প্রদত্ত বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত, তিনটি প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গ্রহণ করিবেন এবং প্রতিটি নমুনার প্রকৃতি অনুসারে মার্ক ও সিল করিবেন বা বাঁধিয়া লইবেন।

(মোঃ আজিম উদ্দিন)

(২) উপধারা (১) অনুসারে যে কোনো শ্রেণির বা জাতের নমুনা সংগ্রহ করা হইলে বীজ পরিদর্শক–

(ক) যাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার নিকট একটি নমুনা সরবরাহ করিবেন; এবং

(খ) যে এলাকা হইতে নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই এলাকার বীজ বিশ্লেষকের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরেকটি নমুনা প্রেরণ করিবেন; এবং

(গ) কোনো আইনি কার্যক্রম উপস্থিত হইলে প্রয়োজনে নির্ধারিত নিয়মে উপস্থাপনের জন্য অথবা ক্ষেত্রভেদে, ধারা ১৭ -এর উপধারা (২) -এর অধীনে বীজ পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণের জন্য উপস্থাপন করিবার লক্ষ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অবশিষ্ট নমুনাটি সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) যাহার নিকট হইতে বীজ নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে তিনি যদি নমুনাগুলির মধ্যে একটি গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে বীজ পরিদর্শক উক্ত অসম্মতির কথা বীজ বিশ্লেষককে অবগত করিবেন এবং তখন বীজ বিশ্লেষক তাহার নিকট প্রেরিত নমুনাটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ সিলগালা করিয়া রখিবেন এবং নমুনা পাইবার পর অথবা তাহার প্রতিবেদন প্রেরণের সময়, বীজ পরিদর্শকের নিকট উহা প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন, যিনি কোনো আইনি কার্যক্রম উপস্থিত হইলে প্রয়োজনে উপস্থাপন করিবার লক্ষ্যে উহা সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) বীজ পরিদর্শক ধারা ১৫ -এর উপধারা (১) -এর দফা (গ) -এর অধীনে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে–

(ক) উক্ত বীজের ক্ষেত্রে ধারা ৭ -এর কোনো বিধান লঙ্ঘন করা হইয়াছে কি না তাহা নিরূপণের জন্যে সকল পন্থা অবলম্বন করিবেন, এবং যদি নিরূপিত হয় যে, অত্র বীজের ক্ষেত্রে এইরূপ লঙ্ঘন হয় নাই, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি উক্ত দফার অধীনে জারীকৃত আদেশটি প্রত্যাহার করিবেন অথবা, ক্ষেত্রভেদে, জব্দকৃত বীজের মজুদ ফেরৎ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(খ) যদি তিনি বীজের নমুনা জব্দ করেন, তাহা হইলে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব উহা একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে অবগত করিবেন এবং উক্ত বীজের হেফাজতের ব্যাপারে তাহার আদেশ গ্রহণ করিবেন;

(গ) যদি উক্ত অভিযোগ এমন হয় যে, বীজের অধিকারী উক্ত ত্রুটি দূর করিতে পারে, তাহা হইলে, মামলা দায়েরের সম্ভাবনা নাকচ না করিয়া, ত্রুটি তদনুযায়ী দূরীভূত হইয়াছে এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবার পর তাৎক্ষণিকভাবে ধারা ১৫ -এর উপধারা (১) -এর দফা (গ) অনুসারে কোনো দলিলে, রেজিস্টারে, রেকর্ডে অথবা অন্য কোনো কিছুতে পূর্বে যে প্রদত্ত আদেশ হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করিবেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে উহা অবগত করিয়া এবং জব্দকরণের ব্যাপারে তাহার আদেশ গ্রহণ করিবেন।

১৮। **বীজ বিশ্লেষকের প্রতিবেদন**।– (১) বীজ বিশ্লেষক ধারা ১৬ -এর উপধারা (২) -এর অধীনে বীজের নমুনা পাওয়ামাত্র বীজ পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করিবেন এবং ফলাফলের প্রতিবেদনের একটি কপি বীজ পরিদর্শকের নিকট নির্ধারিত ফরমে এবং অন্য একটি কপি যাহার নিকট হইতে বীজের নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) এই আইনের অধীনে ফৌজদারি মামলা দায়ের হইবার পর, অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া ধারা ১৬ -এর উপধারা (২) -এর দফা (ক) ও (খ) -এ উল্লিখিত বীজের নমুনা সম্পর্কিত বীজ পরীক্ষা এবং প্রতিবেদন লাভের উদ্দেশ্যে পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিবার জন্য আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন এবং

আদালত উক্ত আবেদনপত্র পাইবার পর ধারা ১৬ -এর উপধারা (১) -এর দফা (খ) -এর বিধান অনুসারে প্রথমে বীজের নমুনার সিল ও মার্ক অথবা বাঁধন অক্ষুণ্ন রহিয়াছে কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া উহার নিজস্ব সিলসমেত বীজ পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিবেন এবং বীজ পরীক্ষার নমুনা পাওয়ার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে বীজ বিশ্লেষণের ফলাফল নির্ধারিত ফরমে আদালতে প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপধারা (২) -এর অধীনে প্রদত্ত বীজ পরীক্ষণাগারের প্রতিবেদন উপধারা (১) -এর অধীনে প্রদত্ত বীজ বিশ্লেষকের প্রতিবেদনকে অতিক্রম করিবে।

(৪) বীজ পরীক্ষণাগার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন কোনো মামলায় উপস্থাপন করা হইলে বিশ্লেষণের জন্য প্রেরিত আর কোনো বীজের নমুনা অথবা তাহার কোনো অংশবিশেষ উক্ত মামলায় উপস্থাপন করার প্রয়োজন হইবে না।

১৯। **বীজ আমদানি ও রপ্তানি**।– (১) ধারা ৬ -এর অধীনে নির্বাচিত বীজের গুণগতমান নিশ্চিত না করিলে এবং উক্ত বীজের ধারকে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ভুল তথ্যাবলি সংবলিত মার্ক বা লেবেল না থাকিলে কোনো ব্যক্তি কোনো শ্রেণির বা জাতের বীজ আমদানি বা রপ্তানি করিতে বা করাইতে পারিবেন না।

(২) সকল ঘোষিত ফসলের অনুমোদিত জাত বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আমদানি করা যাইবে। নিবন্ধিত বীজ উৎপাদকগণকে গবেষণা বা অভিযোজন ক্ষমতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নহে এমন জাতের বীজ স্বল্প পরিমাণে আমদানির অনুমতি দেওয়া যাইবে।

(৩) বীজের নির্ধারিত গুণগতমান নিশ্চিত করিবার প্রয়োজন ব্যতিত অঘোষিত ফসলের বীজ আমদানিতে আর কোনো বাধা থাকিবে না।

(৪) উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১১-এর বিধানাবলি অনুসরণক্রমে সকল বীজ আমদানির কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

২০। **বিদেশি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির স্বীকৃতি**।– এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, বোর্ডের সুপারিশক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিদেশে প্রতিষ্ঠিত কোনো বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিকে স্বীকৃতি দিতে পারিবে।

২১। **বিচার্য অপরাধসমূহ**।– ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) -এ যাহাই থাকুক না কেন, কোনো বীজ পরিদর্শকের লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোনো আদালত এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ আমলে নিবে না।

২২। **বিচারের স্থান ও পদ্ধতি**।– ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) -এ যাহাই থাকুক না কেন, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট অথবা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, তাহার অধিক্ষেত্রের মধ্যে যে কোনো স্থানে এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিচার কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

২৩। **শাস্তি**।– কোনো ব্যক্তি যদি এই আইনের বা তদধীনে প্রণিত কোনো বিধি বিধান লঙ্ঘন করেন, অথবা পরিদর্শককে এই আইনের অধীনে নমুনা সংগ্রহ করতে বাধা প্রদান করেন, অথবা এই আইনের দ্বারা বা অধীনে তাহার উপর অর্পিত অন্য যে কোনো ক্ষমতার প্রয়োগে বাধা প্রদান করেন, সেইক্ষেত্রে, দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি নিম্নরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন :

(ক) প্রথমবারের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ নব্বই দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দন্ড; এবং

১২৫

(খ) একই ব্যক্তি এই ধারার অধীনে পূর্বে দোষী সাব্যস্ত হইয়া থাকিলে, সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দন্ড।

(গ) বীজ ডিলারের অসাধুতার জন্য প্রয়োজনে রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা যাইবে।

২৪। **জরিমানা সংক্রান্ত বিশেষ বিধান** ।- ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) -এর ধারা ৩২ অনুসারে এই আইনের অধীনে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট অথবা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধীকে জরিমানা করিয়া দণ্ডাদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

২৫। **বাজেয়াপ্তকরণ** ।- কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশ অথবা তদধীনে প্রণিত বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিবার জন্য সাজাপ্রাপ্ত হইলে, যে বীজ সম্পর্কে আইন লঙ্ঘিত হইয়াছে উহা, আদালতের নির্দেশ থাকিলে, সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত হইবে।

২৬। **কোম্পানি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ** ।- (১) কোনো কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটিত হইলে, উক্ত কোম্পানিসহ অপরাধ সংঘটনের সময় উক্ত কোম্পানির ব্যবসায় পরিচালনার ভার যাহার উপর অর্পিত ছিল এবং কোম্পানির নিকট দায়ী ছিলেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তিও ঐ অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার কোনো কিছুই কোনো ব্যক্তিকে দণ্ডযোগ্য করিবে না, যদি তিনি প্রমাণ করেন যে, ঐ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল অথবা তিনি ইহার সংঘটন রোধ করিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(২) উপধারা (১) -এ যাহা কিছুই থাকুন না কেন, যদি কোনো কোম্পানি এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ করে এবং প্রমাণিত হয় যে, ঐ অপরাধ কোম্পানির কোনো পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তার সম্মতি বা যোগসাজশ অথবা অবহেলার কারণে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে সেইরূপ পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা ঐ অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তদনুযায়ী শাস্তির সম্মুখীন হইবেন।

ব্যাখ্যা : এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে –

(ক) "কোম্পানি" অর্থ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, এবং কোনো ফার্ম অথবা তদ্রূপ কোনো ব্যক্তিসংঘও ইহার অন্তর্ভুক্ত; এবং

(খ) "পরিচালক" অর্থ ফার্মের ক্ষেত্রে, ফার্মের অংশীদার।

২৭। **সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যের ক্ষেত্রে অব্যাহতি** ।- এই অধ্যাদেশের অধীনে সরল বিশ্বাসে কোনো কার্য করিবার জন্য অথবা করিবার অভিপ্রায়ের জন্য সরকার কিংবা কোনো সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি, ফৌজদারি অথবা অন্য কোনো আইনি কার্যক্রম চলিবে না।

২৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা** ।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(মোঃ আজিম উদ্দিন)
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

(২) উক্ত ক্ষমতার সাধারণ প্রযোজ্যতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া এইরূপ বিধিমালায় বিশেষত নিম্নরূপ বিষয়সমূহে বিধান রাখা যাইবে :

(ক) বোর্ডের কার্যাবলি এবং কমিটি ও বোর্ডের সদস্যগণের ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা;

(খ) বীজ পরীক্ষাগারের কার্যাবলি;

(গ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কার্যাবলি;

(ঘ) কোনো নোটিফাইড ফসলের বীজের ধারকের লেবেলিং অথবা মার্কিং -এর ধরন;

(ঙ) ধারা ৭ -এ উল্লিখিত কোনো ব্যবসার সহিত জড়িত ব্যক্তির পালনীয় শর্তাবলি ;

(চ) ধারা ১০ -এর অধীনে প্রত্যয়নপত্র মঞ্জুরির ফরম, ইহাতে বিধৃত তথ্যাদি, ইহার সহিত প্রদেয় ফিসমূহ, সনদপত্রের ফরম, এবং সনদপত্র মঞ্জুরকরণের শর্তাবলি;

(ছ) ধারা ১২ -এর অধীনে আপিল দাখিল করিবার ফরম, পদ্ধতি ও পরিশোধ্য ফি নির্ধারণ এবং আপিল নিষ্পত্তিতে আপিল কর্তৃপক্ষের অনুসরণীয় পদ্ধতি;

(জ) বীজ বিশ্লেষক এবং বীজ পরিদর্শকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দায়িত্ব;

(ঝ) বীজ পরিদর্শক কর্তৃক বীজের নমুনা গ্রহণ ও বীজ বিশ্লেষকের নিকট বা বীজ পরীক্ষণাগারে উক্ত নমুনা প্রেরণের পদ্ধতি এবং উক্ত নমুনা বিশ্লেষণের পদ্ধতি;

(ঞ) বিশ্লেষণের ফলাফলের প্রতিবেদন ফরম এবং ঐ প্রতিবেদন পাইবার জন্য পরিশোধ্য ফি;

(ট) ধারা ৭ -এ উল্লিখিত ব্যবসা পরিচালনাকারী ব্যক্তি কর্তৃক রক্ষিতব্য রেকর্ড এবং ঐ সকল রেকর্ডে রক্ষিত বিষয়াদি; এবং

(ঠ) নির্ধারিত অন্য যে কোনো বিষয়।

২৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত** - এতদ্বারা The Seeds Ordinance, 1977 (Ordinance No. XXXIII of 1977) রহিত হইল। উক্তরূপ রহিতকরণ স্বত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের অধীনে কৃত ও গৃহীত কার্যাবলী এই আইনের অধীনে কৃত বা গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১) বীজ আইন, ২০১৬ চালু হওয়ার সময় হইতে বীজ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ রহিত হইবে। তবে এই রহিতকরণ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহকে প্রভাবিত করিবে না;

(ক) রহিতকৃত অধ্যাদেশের প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যাদি অথবা ইহার আওতায় গৃহীত ব্যবস্থাদি;

(খ) রহিতকৃত অধ্যাদেশের আওতায় অর্জিত বা আগত কোনো দাবি, প্রাধিকার, বাধ্যবাধকতা বা দায়;

(গ) রহিতকৃত অধ্যাদেশের আওতায় সংঘটিত কোনো অপরাধের কারণে আরোপিত কোনো দন্ড, অধিকারহানি বা শাস্তি ;

(২) এইরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও বীজ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ এর আওতায় নোটিফাইড ফসল বা জাতসমূহ এই আইনের আওতায় নোটিফাইড হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ অধ্যাদেশের আওতায় গঠিত, ঘোষিত বা স্বীকৃত কোনো বোর্ড, কর্তৃপক্ষ, কমিটি, বীজ প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বীজ পরীক্ষণাগার বীজ আইন, ২০১৬ এর আওতায় গঠিত, ঘোষিত বা স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(মোঃ আজিম উদ্দিন)
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
... উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
... বাংলাদেশ ...